যুগান্তর

MAY 23 2002

শিক্ষা ক্ষেত্রে কোটা প্রথা বাতিল করুন

কথিত আছে, এদেশের অফিস-আদালতের চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত ঘুষ খায়। ফলে নিয়োগের ক্ষেত্রে পারফর্মেন্সের চেয়ে ঘুষের আধিক্যটাই বিবেচিত হয়। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, তা কাগজ-কলম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকছে ঘুষের কারণে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে একটি লিখিত পরীক্ষা হয় বটে, মৌখিক পরীক্ষাতে ঝরে পড়তে হয় মামা-চাচা অর্থাৎ ঘুষের যোগান না থাকলে- এ অভিযোগ এদেশের লাখ লাখ নিয়োগ প্রার্থীর। ঘুষের কাছে মেধাবীরা পরাজিত হলে প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের ভবিষ্যৎ কী হবে সহজেই তা অনুমেয়। অথচ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড কথাটিকে যথার্থ প্রমাণ করতে হলে মেধাবীদেরই প্রয়োজন সব শিক্ষাঙ্গনে। অপ্রিয় হলেও সত্য, কোটা প্রথার কারণে অনেক মেধাবী যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি অনেক অযোগ্য কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে আঙ্গুল ফুলে। কোটা প্রথার মতো বিষয়টি অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে না রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা শিক্ষা মানে সার্টিফিকেট অর্জন নয়, জ্ঞানার্জন।

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ
বারইয়ারহাট, মিরসরাই, চট্টগ্রাম

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার হলেও প্রাথমিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনিয়ম রয়েছে। নতুন স্থাপিত বিদ্যালয়গুলোর দুই-তৃতীয়াংশই বেতন-ভাতার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করছে। ফলে, বন্ধ হচ্ছে বিদ্যালয়, প্রতারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হাজারও শিশু। সরকারি অর্থে এনজিওদের দ্বারা পরিচালিত এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ বেতন প্রদানের কথা বলা হলেও শিক্ষকদের পাঁচশ' টাকা করেও বেতন প্রদান করা হয় না। নামমাত্র চুক্তির শর্ত পালন করে এনজিও এবং সরকারের কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

তাই, যতদিন এসব অনিয়ম,ও দুর্নীতি দূর করা না হবে ততদিন বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা যে তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

মোঃ আবুল মোতালিব
আগিয়া, পূর্বধলা, নেত্রকোনা